যুগান্তর

রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণে ৫শ' কোটি টাকার ডিপিপি

প্রকাশ : ০৭ নভেম্বর ২০১৮, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

সুশীল প্রসাদ চাকমা, রাঙ্গামাটি

নানা বাধা-বিপত্তি এবং প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে অবশেষে নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাস স্থাপিত হতে যাচ্ছে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের। বাধা এখনও পুরোপুরি দূর হয়নি। নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে একাধিক মহল থেকে। উপড়ে ফেলে দেয়া হচ্ছে সাইনবোর্ড, কেটে নেয়া হচ্ছে গাছ। আর কোনো কোনো মহল থেকে জনবল নিয়োগ ও শিক্ষার্থী ভর্তি নিয়ে তোলা হচ্ছে বৈষম্য, স্বজনপ্রীতিসহ নানা অভিযোগ। দেয়া হচ্ছে আন্দোলনের হুমকি। এসবের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়টির স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণে সরকারের কাছে ৫০০ কোটি টাকার অধিক ডিপিপি (প্রকল্প প্রস্তাবনা) প্রস্তুত করে পাঠিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ৬৫ একর জমি অধিগ্রহণ করে শেষ করা হয়েছে ডিজিটাল সার্ভে। স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের আগে নিজস্ব জায়গায় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্মাণ করা হচ্ছে অস্থায়ী স্থাপনা। সংশ্লিষ্ট উচ্চপর্যায়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা এসব তথ্য জানিয়েছেন। জানা যায়, ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাওয়ার পর রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন অনুমোদন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কিন্তু শুরু থেকে এর বিরোধিতা করে একাধিক মহল। এর বিরুদ্ধে আন্দোলনও গড়ে ওঠে। ঘটেছে অপ্রীতিকর ঘটনা। এসবের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়টির একাডেমিক ও শ্রেণী কার্যক্রম চালু করা হয় ২০১৫ সালের শুরুতে। বর্তমানে কম্পিউটার ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা-এ দুই বিষয়ে অনার্স কোর্সে চতুর্থ ব্যাচ নিয়ে চলছে পাঠদান। প্রক্রিয়া চলছে স্থায়ী ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার। বর্তমানে শহরের শাহ বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ে স্থাপিত অস্থায়ী ক্যাম্পাসে চলছে পঠদান। আর দাফতরিক কাজ চলছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের একটি ভবনে। এছাড়া শহরের শিশু একাডেমি স্কুলে আরও দুই কক্ষ বিশ্বদ্যিালয়টির পাঠদান কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে বলে জানান ভিসি। বিশ্ববিদ্যালয়টির ভিসি ড. প্রদানেন্দু বিকাশ চাকমা যুগান্তরকে বলেন, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জমিতে স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণে ৫০০ কোটি টাকার অধিক ডিপিপি (প্রকল্প প্রস্তাবনা) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে পাঠানো হয়েছে। নকশা ও মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করা হয়েছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের দক্ষ প্রকৌশলীদের দিয়ে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ক্যাম্পাসে প্রতিটি একাডেমিক, দফতর ও আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হবে পার্বত্য অঞ্চলের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। স্থাপনাগুলো যাতে এখানকার পরিবেশের জন্য কোনো ক্ষতিকারক বা ঝুঁকিপূর্ণ না হয় সেদিকটা বিবেচনায় রেখে নকশা ও মাস্টারপ্লান তৈরি হয়েছে। ভবনগুলো তিন তলার অধিক হবে না এবং প্রতিটি ঘর বা ভবন নির্মিত হবে পর্যটন পরিবেশের আদলে দৃষ্টিনন্দন রূপে। জেলা প্রশাসক একেএম মামুনুর রশিদ বলেন, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সদরের ঝগড়াবিল মৌজায় এরই মধ্যে ৬৫ একর জমি অধিগ্রহণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তা হস্তান্তর করা হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সাইফুল আলম, **প্রকাশক :** সালমা ইসলাম

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৮ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।